



348008 - যবে নারী খুলা তলব করার প্রক্ষেপতিে স্বামী তাকে তালাক দয়িচ্ছেনে; কনিতু মাহরানা নতিে অসম্মতি জানয়িচ্ছে; এমতাবস্থায় তালাক্ব কশি শুদ্ধ হয়চ্ছে? তালাক্ব ও খুলা এর মধ্যবে পার্থক্য

প্রশ্ন

যবে নারী খুলা করচ্ছেনে তনি তার মাহরানা ও অন্যান্য মূল্যবান জনিসিপত্র স্বামীকে ফরিয়িে দতিে চান; এ ধরণবে তালাক্ববে ক্ষত্রে যবে প্রযোজ্য। স্বামী তাকে তালাক্ব দতিে সম্মত হয়চ্ছেনে। কনিতু তনি স্ত্রী থকে কোনে কিছু গ্রহণ করতে অনচ্ছুক। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কশি? যদি স্বামী মাহরানা ও মূল্যবান কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান, কনিতু তালাক্ব দতিে সম্মত জানান সক্ষেত্রে কশি তালাক্ব পততি হববে? পরবর্তীতে স্ত্রী কশি এগুলো কোনে দাতব্য প্রতিষ্ঠানে বণ্টন করে দতিে পারনে?

প্রয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যদি তালাক্ব শব্দবে মাধ্যমে বচ্ছদে সংঘটিতি হয়; খুলা শব্দবে মাধ্যমে নয় এবং এই শর্তে হয় যবে, স্ত্রীকে মাহরানার অর্থ ফরিয়িে দতিে হববে কথিবা কিছু সম্পদ প্রদান করতে হববে তাহলে সটো বায়নে তালাক্ব। আর যদি কোনে বনিমিয়বে শর্ত ছাড়া সংঘটিতি হয় তাহলে সটো রাজঈ তালাক্ব; যদি এটি প্রথম তালাক্ব কথিবা দ্বিতীয় তালাক্ব হয়ে থাকে।

তালাক্ববে ইদ্দত হচ্ছে তনি হায়বে; যবে নারীর হায়বে হয়। যদি স্বামী স্ত্রীকে ফরিয়িে নয়ো ছাড়া ইদ্দত পরপূরণ হয়ে যায়; তাহলে স্ত্রী স্বামী থকে বায়নে (সম্পূরণ বচ্ছনি) হয়ে যাবে। নতুন একটি বিয়বে আকদ (চুক্তি)-র মাধ্যমে ছাড়া স্বামীর কাছে ফরতে যতে পারবে না।

দুই:

আর যদি খুলা শব্দবে মাধ্যমে বচ্ছদে সংঘটিতি হয়ে থাকে এবং স্বামী কোনে বনিমিয় গ্রহণ না করে তাহলে খুলা কশি সঠকি হববে?

এ ব্যাপারে আলমেদবে দুটো অভমিত রয়েছে:



প্রথম অভিমত: বনিমিয় গ্রহণ করা ছাড়া খুলা করা শুদ্ধ নয়। এটি জমহুর আলমেরে অভিমত। এক্ষেত্রে তালাক্বেরে নয়িত করলে একটি রাজঈ তালাক্ব সংঘটিত হয়। এই তালাক্বেরে ইদ্দত তনি হায়যে যমেনটি পূর্ববে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অভিমত: বনিমিয় ছাড়া খুলা করা সঠিক। এটি ইমাম মালকেরে মাযহাব।

দুখুন: “হাশিয়াতুদ দুসুক্বা” (২/৩৫১), আল-মুগনী (৭/৩৩৭)

খুলা সঠিক হলে এর উপর দুটো বিষয় বর্তাবে: বচ্ছদে (বায়নে) সংঘটিত হওয়া। তখন স্বামী নতুন একটি আকদ করা ছাড়া স্ত্রীকে ফরিয়নে নতিে পারবে না। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী এ অবস্থায় স্ত্রীর ইদ্দত হবে এক তালাক্ব।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

গ্রন্থকারেরে কথা: “যদি কোন বনিমিয় ছাড়া কথিবা কোন হারাম কিছু দিয়ে খুলা করে তাহলে সঠিক হবে না”। যহেতে আল্লাহ তাআলার বাণী হচ্ছ: “তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি ফদিয়া (বনিমিয়) দিয়ে অব্যাহত নিয়ে নেয়ে তবে উভয়েরে মধ্যবে কারোরই কোন গুনাহ নহে।” [সূরা বাক্বারা, ২:২২৯]

তাই বনিমিয় ছাড়া খুলা করলে ফদিয়া কথায়?! ফদিয়া নাই। এটি মাযহাবেরে অভিমত।

শাইখুল ইসলাম বলেন: বনিমিয় ছাড়া খুলা করা সহহি। তনি এর সপক্ষে দুটো যুক্তি দিনে:

১। বনিমিয় স্বামীর প্রাপ্য অধিকার। স্বামী যদি স্বচ্ছেছায় তার অধিকার ছড়ে দেয়ে তাহলে কোন অসুবিধা নাই; অন্য সকল অধিকারেরে মত। যমেনভাবে স্ত্রী যদি ১০০০ রিয়াল দেয়ার শর্তে খুলা করে এবং খুলা সম্পন্ন হয়ে যায়; পরবর্তীতে স্বামী তাকে মাফ করে দেয়ে তাতে কোন অসুবিধা নাই। অনুরূপ বধিান প্রযোজ্য যদি তারা উভয়ে শুরু থেকে এই মর্মে একমত হয় যে, কোন বনিমিয় নহে।

২। স্বামী যখন খুলা করে তখন বনিমিয় নিয়েই খুলা করে থাকে। যহেতে স্ত্রী তার খরচেরে অধিকার ছড়ে দেয়ে। কারণ যদি এটি রাজঈ তালাক্ব হতো তাহলে ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর খরচ দেয়ো স্বামীর উপর আবশ্যিক হত। স্ত্রী খুলা করায় স্বামীকে খরচ দিতে হয় না। তাই বিষয়টি যনে এমন হলো স্ত্রী স্বামীকে বনিমিয় দলি এভাবে যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার স্ত্রী ছড়ে দলি। অপর দকি স্বামী স্ত্রীকে ফরিয়নে দেয়ার অধিকার ছড়ে দলি। কারণ ফরিয়নে দেয়ো স্বামীর অধিকার। আর ইদ্দতকালীন খরচপ্রাপ্ত স্ত্রীর অধিকার। যদি তারা উভয়ে খুলার ক্ষেত্রে এ অধিকারদ্বয় ছড়ে দতিে রাজি হয় তাহলে বাধা নহে।

আর তনি আয়াত দিয়ে দললিরে জবাবে বলেন: অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী বনিমিয় ছাড়া স্ত্রীকে বচ্ছদে করে না। এ কারণে আল্লাহ তাআলা বলছেন: “তাহলে সেক্ষেত্রে স্ত্রী যদি ফদিয়া (বনিমিয়) দিয়ে অব্যাহত নিয়ে নেয়ে তবে উভয়েরে মধ্যবে



কারকেরই কোন গুনাহ নহে। [সূরা বাক্বারা, ২:২২৯]

শাইখ (রহঃ) যা বলছেন সটো ভালো। কারণ প্রকৃতপক্ষে বনিমিয় নয়ইে খুলা হয়। বনিমিয়টা হলো খরচের অধিকার ছেড়ে দয়ো। [আল-শারহুল মুমতী (১২/৪৭৬)]

পূর্ববোক্ত আলোচনার মাধ্যমে তালাক্ব ও খুলার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গলে:

বনিমিয় ছাড়া তালাক্ব: এটি রাজঈ তালাক্ব (যদি এটি প্রথম বা দ্বিতীয় তালাক্ব হয়ে থাকে)। এর ইদ্দত তনি হয়যে।

আর কখনও স্ত্রী তার স্বামীকে খুলা করতে বললেও স্বামী খুলা করে না। কনিতু তাকে বনিমিয় ছাড়া তালাক্ব দিয়ে দেয়।

সক্ষেত্রেও তালাক্ব সহি হবো। তবে রাজঈ তালাক্ব হবো; যমেনটি পূর্ববে উল্লেখ করা হয়ছে।

পক্ষান্তরে খুলা: এটি বিবিহ বচ্ছদে। এটি তনি তালাক্বের সংখ্যার মধ্যে গণ্য নয়। এর মাধ্যমে বিবিহ বচ্ছদে (ডভিওরস) হয়ে যায়। এর ইদ্দত হলো এক হয়যে।

তনি:

স্বামী যদি মোহরানা বা হাদিয়া গ্রহণ না করে তাহলে এগুলো স্ত্রীর মালকানাধীন রয়যে যাবে। স্ত্রী এগুলো নজি রেখে দতিে পারনে কথিবা উপহার দতিে পারনে কথিবা সদকা করে দতিে পারনে; তার মালকানাধীন অন্য যো কোন সম্পদরে মত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।